বিশ্বের প্রধান মরণব্যাধিগুলোর অন্যতম ব্যাধি জলবায়ু সংবেদনশীল। বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের স্বাস্থ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, সংক্রামক রোগের বিস্তার হবে, ডিহাইড্রেশন হবে, অপুষ্টি বাড়বে এবং জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে

জলবায়ু বলতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দীর্ঘ সময়ের, ২০-৩০ বছরের আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থার গড়পড়তা হিসাবকে বোঝায়। কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা যায়। 'জলবায়ু পরিবর্তন' সাম্প্রতিক সময়ের আলোচ্য বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যের ওপর কুপ্রভাব বেশ মারাত্মক। জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে সচেতন মহলে আলোচনার দাবি রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তন
স্বাস্থ্যঝুঁকি

স্থানীয় জলবায়ুর সাথে বেশ কিছু রোগের আবির্ভাব ও জটিলতা এবং অন্যান্য মানব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত আশঙ্কায় আছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতি বছর এক লাখ ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু এবং পাঁচ কোটি রোগের জন্য দায়ী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, পৃথিবীর রোগভোগের এক-চতুর্থাংশ বায়ু, পানি, মাটি আর খাবার দূষণের ফল। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুসারে, ২০০০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক এক লাখ ৬০ হাজার জীবনহানি ও ৫.৫ কোটি সুস্থ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আফ্রিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মৃত্যু এবং রোগের অধিক সংখ্যার কারণ হলো অপুষ্টি, উদরাময়, ম্যালেরিয়া, তাপপ্রবাহ এবং বন্যা। স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের কিছু প্রভাব হলো– তাপতরঙ্গের অধিক কম্পাঙ্ক; বৃষ্টির নকশায় পরিবর্তনের ফলে জলাভাব; পনিবাহিত রোগের উচ্চতর ঝুঁকি; সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির দরুন উপকূলবর্তী বন্যার বৃদ্ধি ইত্যাদি। অতি সূক্ষ্ম এবং ধীর জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। আমাদের বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে সূর্য থেকে অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি প্রবেশ করছে পৃথিবীতে এবং মানুষের নানা ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টি করছে। আবহাওয়াজনিত ঘটনাগুলো বর্ধমান হারে চলতে থাকলে কিছু স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। মানবশরীরের বেশির ভাগ মেটাবলিজম মোটামুটি ৩০-৩৫ শতাংশের মধ্যে পুরোপুরিভাবে কাজ করে; কিন্তু যখন তাপমাত্রা ৫০ শতাংশ হয়ে যায় তা নিজস্ব ইমিইউনিটি পাওয়ার নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে এসব স্বাস্থ্যঝুঁকি ঘটে। বিশ্বের প্রধান

মরণব্যাধিগুলোর অন্যতম ব্যাধি জলবায়ু সংবেদনশীল। বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের স্বাস্থ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, সংক্রামক রোগের বিস্তার হবে, ডিহাইড্রেশন হবে, অপুষ্টি বাড়বে এবং জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে সোচ্চার হতে হবে। দেশের ভেতরেও বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে হবে। জলাধার রক্ষা করতে হবে। নদীর নাব্যতা বাড়াতে হবে, বিল-জলাশয় খনন করতে হবে। বনাঞ্চল বাড়াতে হবে। উপকূলে সবুজ বেষ্টনীর পরিসীমা বাড়াতে হবে। পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে হবে।

বৈশ্বিক আবহাওয়ায় বাংলাদেশের দূষণ নগণ্য (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর মাথাপিছু প্রায় ১৬ দশমিক ২ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের বিপরীতে বাংলাদেশে বছরে নিঃসরণ হয় মাত্র দশমিক ৪৩ টন)। কিন্তু দূষণের তীব্রতা ও ক্ষতি সবচেয়ে বেশি আঘাত হানছে বাংলাদেশেই। সুতরাং এ কুপ্রভাব মোকাবেলায় আমাদের উৎকণ্ঠা ও সক্রিয়তাই বেশি থাকবে।

অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী 'ফরেন পলিসি'তে প্রকাশিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে সচেতনতা তালিকায় *'ডিসিশন মেকার্স'* ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১৩ বুদ্ধিজীবীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে বাস্তবিক অর্থে জলবায়ু মোকাবেলা করে, অর্থাৎ যথাযথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের মহাবিপর্যয় রুখতে হবে।

ডা: এম এ মুমিত আজাদ
পোস্টডক ফেলো, পিএইচডি (ন্যাচারাল মেডিসিন)
পিজিডি (ঢাকা), বিইউএমএস (ডিইউ)
ইনচার্জ- আরঅ্যান্ডডি,
ইবনে সিনা ন্যাচারাল মেডিসিন, দি আইপিআই লি.
momithazad@yahoo.com
০১৭১১৯০৬৯৪৩, ০১৯৩৭২৬৮৯২০

ইবনে সিনা মালিবাগ শাখার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টার মালিবাগের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টারের ইউনিট ইনচার্জ শফিকুল ইসলাম খানের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইবনে সিনা ট্রাস্টের সদস্য প্রশাসন প্রফেসর ড. এ কে এম সদরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, ইবনে সিনা মালিবাগে কর্মরত সকল স্টাফকে আন্তরিকতার সাথে রোগীদের সেবা প্রদান করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইবনে সিনা ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) ফয়েজ উল্ল্যাহ, ইবনে সিনা ট্রাস্টের সিনিয়র জিএম (অ্যাডমিন) আনিসুজ্জামান, ইবনে সিনা ট্রাস্টের জিএম অ্যান্ড সেক্রেটারি মো: নূরুল করীম, ইবনে সিনা ট্রাস্টের জিএম অ্যান্ড হেড অব মার্কেটিং এ এন এম তাজুল ইসলাম, ইবনে সিনা ট্রাস্টের এজিএম অ্যান্ড প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর নূরে আলম সবুজ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইবনে সিনা মালিবাগ সেন্টারের ডেপুটি ম্যানেজার আহম্মদুল্লাহ মোতাহার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল হাসান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান এবং মার্কেটিং জোনাল ইনচার্জ সৈয়দ মো: রোম্মান।